‘‘অদম্য মুখোশ’’

বুঝা যাচ্ছে ‘মুখোশ’ প্রসংগটি বিভিন্ন ই-মঞ্চ থেকে যাবার নয়। বরং প্রসংগটা থাকছে ও চলতে থাকবে আগামী দিনগুলোতেও *অদম্য গতিতে*। মুখোশ প্রসংগ’টাকে থাকতে হবে এ কারণে যে, নইলে কিছু ই-মঞ্চ পদচারণকারীরা ভাতে মারা যাবে একেবারে; মাঠে মারা যাবে একদল ই-মঞ্চের লেখকদের লেখার কর্মজীবন (***writing career***)। কাজেই আর কি করা; নিজেই যোগ দিয়ে দেই সেই অবাঞ্ছিত কাদা ছড়াছড়িতে। আমার ***‘মুখোশ প্রসংগ - নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিন, মুখোশ ছুড়ে ফেলি’*** লেখাটা নিয়ে কিছু কথা উঠেছে। *সদালাপের সম্মানিত সম্পাদক আমার প্রত্তাশিত ‘নিরাপত্তার গ্যারান্টি’ না দিয়ে, বরং মুখোশ উন্মোচন করাটা যে নিতান্তই প্রয়োজন সেটাকেই দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা করেছেন।* জিয়াউদ্দিন সাহেব অবশ্য তার সে লেখায় এবার আর আপত্তি করেন নি যে কেউ মুখোশ ধারণ করতে পারবে না। কিন্তু এবারে উনার আপত্তিটা হল একজন লেখককে শুধুমাত্র ‘একটা নামে’ লেখার অনুমতি দিতে চান উনি। এ ক্ষেত্রে উনি দু’বছরের পুরোণো একটা প্রবন্ধের লেখকের মুখোশ উন্মোচন করেছেন যেখানে অভিজিত উল্লেখিত প্রবন্ধটি ‘নাস্তিক ছদ্দনামে’ প্রকাশ করেছিলেন। এখানে বিবেচ্য বিষয় হল ঃ যদি মুখোশধারীদেরকে মুখোশের অন্তরালে লুকিয়ে লেখার অনুমতি দেওয়া যায়ই, কোন লেখক দুটি, তিনটি বা শ’টি ছদ্দনামে লিখলে অসুবিধাটা কোথায়??? আসল কথাটি হল লেখাটার ভিতরে কী আছে? কই সে ব্যাপারে তো মিঃ মুখোশ উন্মোচনকারী একটা কথাও বললেন না। লেখাটার ভিতর যা কিছু বলা হয়েছে তা মুটামুটি সত্য কি, সত্য নয় - তার কোনই গুরুত্ব নেই মনে হচ্ছে! লেখাটা পড়ে আমার মনে হয়েছে যা-কিছু লেখা হয়েছে বা যা-কিছুরই সমালচনা করা হয়েছে; সবই পবিত্র হাদিস-কোরান ঘাটলে দিব্বি পাওয়া যাবে। আর সেই হাদিস-কোরান তো আমাদের মুখোশ উন্মোচনকারী ভাইয়েরাই সারা দুনিয়াতে দিব্বি বিলিয়ে বেড়াচ্ছে, দুনিয়ার লাখ লাখ পাঠ্যশালার তাকগুলোতে দিব্বি জায়গা নিয়ে বসে আছে; ইন্টারনেটের পাতায় পাতায় ছেয়ে আছে - দুনিয়ার যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেওই ছোট একটি *‘মাউস ক্লিক’*-এর মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে ঐসব বিষয়-বস্তুর মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। যেই আসমানী অহীগুলো সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনাদের অক্লান্ত প্রয়াস, সেই বেহেস্তী কিতাব থেকেই কি অভিজিতের উদৃত করা ঐ শ্লোকগুলো আসেনি? আর যদি এসে থাকে, তাহলে এ নিয়ে এত চেঁচামেচি কেন - এখানে তো আপনাদেরকে অভিজিত রায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা উচিত, নয় কি? অভিজিত আপনাদের প্রচারনার আপ্রাণ প্রচেষ্টাকে সহায়তা প্রদান করেছে মাত্র! নাকি একজন হিন্দুর (নামধারী) ইসলামী শিক্ষা প্রচারনার কোন অধিকার নাই। সেটা যদি হয়, আপানারা বা আপনাদের পূর্ব পুরুষেরা একজন হিন্দুর আল-কোর’আন বাংলায় অনুবাদ করাকে নিনদা করেছেন কখনো?

অভিজিতদের চেনা দুস্কর কেনঃ আমার খুবই কাছের বন্ধু ‘আমান’ এ নিয়ে *‘চিনতে পারছি কি’* শিরোনামে একটা লেখা ছাঁপিয়েছে। আমান আমার এক আসামান্য মেধাবী বন্ধু। জুরিখে পারি জমানোর আগে আলমগীরের যখনই কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে সমস্যা- এক দৌড়ে আমানের কাছে। আমান অভিজিত রায়কে অনেক দিন ধরে ও অনেক কাছে থেকে জানে। অথচ মনে হচ্ছে অভিজিতকে এতদিনেও চিনতে পারেনি। আমি এখানে অভিজিত সহ ঐ শ্রেণীর লেখকদের পরিচিতিটা আমানের কাছে সহজ করে তুলতে পারি কিনা চেষ্টা করে দেখি। অভিজিত প্রাণের ভয়ে এবং বন্ধু-বান্ধব হারানোর ভয়ে ছদ্দনামে লেখে কখনো কখনো - আর উল্লেখিত লেখাটি যে অভিজিতের গলায় তলোয়ার ঝুলাবে এবং সব মুসলিম বন্ধুদেরকে শত্রুতে পরিণত করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এটা ব্যতিরেকে অভিজিত কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলে না বা বলার চেষ্টা করে না বলে আমার অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস - অভিজিতের লেখাগুলোয়ই তার প্রমাণ বহন করে থাকবে। ***অভিজিতদের মতো লেখকদের অনেক লেখা ধার্মিক ভাইদের তিঁতা লাগবে হয়ত। কিন্তু কথাগুলো যে সত্য; অহরহ ঘটে যাচ্ছে আশেপাশেই। সত্য কথা বললে মানুষকে চিনতে হঠাৎ অসুবিধা হয়ে যায় কেন? কেউ সত্য কথা বললে তাকে চাইনিজ কূড়াল দিয়ে কুপিয়ে কচুকাটা করতে হবে কেন? অভিজিতদের চিনতে হয়ত কেউ কেউ কোনদিনই পাবে না। তবে অভিজিতরা বহুরূপীও নন।*** আসলে যারা চিনতে পান না তারা ‘কালার-ব্লাইন্ড’ নামক মানসিক সমস্যাতে ভুগেন। তবে অভিজিতরা কী চায় ঃ অভিজিতদের লেখা যে সত্য কথাগুলি ও ঘটনাগুলি অন্যদের কাছে তিক্ত লাগে; অভিজিতরা ঐ সব তিক্ত কথা বা ঘটনাগুলি এ ধরা’তে দেখতে চায় না মাত্র। আর আমি এখানে একটা গ্যারান্টি দিয়ে যায় ঃ যেদিন ধরা থেকে ওসব অমানবিক কথা, কাজ ও ঘটনাগুলো দূর হবে, সেদিন অভিজিতদের লেখনী স্তব্ধ হবে। যেসব অমানবিক কাজ, কথা ও ঘটনা আপনাদের কাছেও তিক্ত লাগে - শিক্ষিত লোক হিসেবে ওগুলোকে ধরা থেকে মুছে ফেলার মহৎ কাজে তো আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকা উচিত। যদি এ মহৎ কাজে অভিজিতদের মতো ছুঁচোদের সাথে হাত মিলাতে আপনাদের আপত্তি থাকে, তবে যান আপনারা নিয়ে নিন ওসব আবর্জনা ধুয়ে মুছে সাফ করার দায়িত্ব আর আমরা এখানে অপেক্ষা করি সেদিনটি কত তাড়াতাড়ি আসবে যেদিন অভিজিতদের লেখনীর বোঝাটি মাথা থেকে নেমে যাবে।

আমান আরও একটি অভিযোগ এনেছে যে, অভিজিত তার লেখাটি এক খৃষ্টান ই-মঞ্চে ছাঁপিয়েছে। ইন্টারনেটের লেখাগুলো অনেক সময়ই লেখকের অনুমতি ছাড়া অনেক ই-মঞ্চে প্রকাশ করা হয়। অভিজিতের ঐ লেখাটি যে কোন এক খৃষ্টান ই-মঞ্চে স্থান পেয়েছে সেটা অভিজিতের জানা নাও থাকতে পারে। এতে অভিজিতের দিক থেকে কোন অসুবিধাও থাকার কথা নয়। খৃষ্টানরা ইসলাম ধর্মের অমানবিক দিকগুলো তুলে ধরুক আর মুসলিমরা তুলে ধরুক খৃষ্টান ধর্মের ঘৃন্য শিক্ষাগুলো যাতে করে এসব ধর্মগুলোর অন্তর্নিহীত অমানবিকতাগুলো মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাক সেটাই

অভিজিতদের একমাত্র প্রত্যাশা। এতে লাভ আপনাদেরও - আপনারা ধার্মিক ভাইয়েরাও *‘মানুষ নামের অতুলনীয় সম্মানটি’* নিয়ে বাঁচতে পান আর সেই সাথে মানবতা আপনাদের শত-সহস্র বছর ধরে চালিয়ে আসা গর্হিত অত্যাচারগুলো থেকে রেহাই পাক। আমরা চাই না আর একটাও ‘আমিনা লাওয়াল’ মধ্যযুগীয় বর্বর ‘স্টোনিং টু ডেথ’ নামক ঘৃন্য পাশবিকতার শিকার হোক।

অভিজিতরা একচোঁখা লেখক ঃ বার বার অভিযোগ উঠেছে যে অভিজিত গোঁছের লেখকরা পক্ষপাতগ্রস্থ - তারা শুধুই ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে লেখে। কথাটা অনেকাংশেই সত্য; সঠিক অভিযোগটাকে এভাবে পেশ করা উচিতঃ অভিজিতরা বেশীরভাগ লেখাগুলোই ইসলামকে সমালোচনা করে লেখে। প্রথমত একজনের পক্ষে সব ধর্মের বিরুদ্ধে লেখা কষ্টকর। সেজন্য অনেক পড়াশুনা করা ও সময় ব্যয় করা প্রয়োজন। নিজের পেট বাঁচানো, তারপর লেখা - কাজেই আমাদের জীবনকে প্রতিদিন যেসব অপকর্মগুলো ব্যাহত করছে ওগুলোর প্রতি সাধারণত সবার তৎপরতা থাকা ও হওয়া স্বাভাবিক নয় কি? আমি মেনে নিচ্ছি এবং অভিজিতও মানবে হয়ত খৃষ্টান, ইহুদী, হিন্দু ধর্মেও অমানবিক প্রচারনা আছে। ওসব সম্পর্কে বেশ কিছু লেখাই অভিজিতের মুক্তমনা ই-মঞ্চ’টিতে স্থান পেয়েছে; কিছু তার নিজেরই লেখা। আর সেগুলো অভিজিতকে ওতটা নিষ্পেষিত করেনা যতটা করে ইসলাম। যে কোন মুহূর্তেই অভিজিতের জানটা চলে যেতে পারে, যে কোন মুহূর্তেই অভিজিতের বাবা চায়নিজ কুড়াল দ্বারা কচুকাটা হতে পারে, যে কোন মুহূর্তেই অভিজিতের কোন মা, বোন, ভাবী পাশবিকভাবে ধর্ষিত হতে পারে। প্রতিদিনই তো ওধরনের শত ঘটনা মানুষের জীবনকে নিষ্পেষিত করছে সারা পৃথিবী জুড়ে। কাজেই অভিজিতের যে কাজটা প্রথম করা প্রয়োজন সেটাই করে যাচ্ছে সে - সে লিখছে ইসলামের বিরুদ্ধে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। সেই সাথে অভিজিত এটাও অস্বীকার করবে না যে অনেকেই হিন্দু ধর্মের হাতেও নিষ্পেষিত হচ্ছে এবং অভিজিতরা খুবই খুশী হবে যদি ঐসব নিষ্পেষিতরা হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধেও কলম ধরে পৃথিবীকে ঐসব ঘৃন্য অপকর্ম থেকে মুক্ত করার প্রয়াস করে। অভিজিতরা সে যুদ্ধেও স্বতঃস্ফূর্ত মদদই যোগাবে, বিরোধীতা নয়। আসুন হাত মিলায়।

এখানে আরও বলা প্রয়োজন যে খৃষ্ট ও ইহুদী ধর্মের অপকর্মগুলো সম্পর্কে যুগ যুগ আগের দিনের অভিজিতরা ঠিক একইভাবে সমালোচনা (যাকে আপনারা বলেন ঘৃনা ছড়ানো) করে গেছেন। কাজেই ঐসব অপকর্মের উপদেশ থাকা সত্ত্বেও ইহুদীরা আজ আর আগের দিনগুলোর মতো কাউকে ‘স্টোনিং টু ডেথ’-এর চর্চা করে না; তাওরাত ও বায়বেলের অমানবিক উপদেশগুলোর সমালোচনা করলেও দা, কুড়াল, তরবারি নিয়ে আজরাইল ফেরেস্তার মতো ক্ষিপ্র গতিতে দৌঁড়ে আসে না কাফিরদের জান কবজ করার জন্য; আগের দিনের মত খৃষ্টান পুরোহিতরা আজ আর ধর্ম-বিরুধীদের আগুনে পুরিয়ে মারার আদেশ দেয়না। আর এ জন্যও হয়ত অভিজিতদের লেখনী খৃষ্ট-ইহুদী ধর্মের মৃতপ্রায় উপদেশগুলি নিয়ে মাথা ঘামানো ওতটা প্রয়োজন মনে করে না। যে কাজ শত

শত বছর আগের দিনের অভিজিতরা করে গেছেন, এযুগের অভিজিতরাও যদি সেই আজেরই পূনরাবৃত্তি করে আজ - সেটা নিতান্তই অহেতুক ও পাগলের প্রলাপসম বলে প্রতীয়মান হবে, নয় কি?? আর অভিজিতদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে ইসলামকেও খৃষ্ট-ইহুদী ধর্মের মত সহনশীলতার পর্যায়ে নিয়ে আসা। তারপরই সব ধর্মগুলোর বিরুদ্ধে একই পরিমান সমালোচনার আহ্বানটা যুক্তিযুক্ত মনে হবে। এবং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, অভিজিতরা করবেও সেটাই এবং সেটাও মুখোশ ছূঁড়ে ফেলে দিয়ে॥ *আর ততদিন পর্যন্ত মুখোশের **existence** থাকতে বাধ্য সংগত কারণেই; আর এটাও মেনে নিচ্ছি মুখোশের বিরুদ্ধে অহেতুক যুদ্ধও চলতে থাকবে ততদিন অদম্য গতিতে।*

শেষ করার আগে এটুকু না বললেই নয়ঃ জনাব মাহফুজ উনার ***'কে এই রুদ্র'*** লেখাটিতে অশিক্ষিত আরজ আলী মাতুব্বরকে চাষা-ভূষা বলেছেন অভিজিতের মুরিস বুখাইলীকে 'হাঁতুড়ে বিজ্ঞানী' বলার কারণে। তবে এখানে এটা বলতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে *মুরিস বুখাইলী যদি চাষাভূষা আরজ আলীর লেখাগুলো পড়তেন, তিনি পবিত্র কোরান-বায়বেলে বিজ্ঞানের ছড়াছড়ি নিয়ে যে কিতাবটি রচনা করেছেন সেটা সম্পর্কে একবার হলেও ভাবতেন - আর সেই সাথে একজন চাষা-ভূষার প্রতি তার সম্মান ও প্রসংশা ব্যক্ত করতেও হয়ত দ্বিধাবোধ করতেন না। এখানেও আমার একটা গ্যারান্টি রইল। আর যদি মুরিস বুখায়লী সেটা না করেন তাকে হাঁতুড়ে বিজ্ঞানী বলাটা একটু অযৌক্তিক হবেনা বলে আমার রায় ঃ আর এ রায়টাতে আমার ও জনাব মাহফুজের 'ইসলামিস্ট বন্ধু আমান' অন্ততঃ আপত্তি করবে না।*

ধন্যবাদ,
আলমগীর হোসেন
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৩।

দ্রষ্টব্যঃ আমানকে ধন্যবাদ, সদালাপে ওর বাংলা ভাষা সম্পর্কে কথাগুলো আমার লিখায় ***confidence*** যুগিয়েছে ও চন্দ্রবিন্দুর সংখ্যা কমে এসেছে আমার লেখায়। আমি আমানের সাথে একমতঃ বাংলা ভাষা লেখার সহজতর উপায় বের করা এবং সেই সাথে অন্যান্য ভাষা থেকে অনেক শব্দ সংগ্রহ করে একটা সম্পদশীল (rich) ও প্রাঞ্জল ভাষায় রূপান্তর করার খুবই প্রয়োজন।